Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.48-55
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাম্প্রতিক কালের ঝুমুর গানে মানভূমের সমাজ চেতনা

প্রণব কুমার মাহাত
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Manbhum is a district, full of diversity in culture and practices. Jhumur Song is a very popular song in Manbhum district. The source of origin and development is rooted from ancient times. Jhumur Sangeet is a process to express the reality of society, just like a poet. It presents a variety of subject matters in a form of a Sangeet. In ancient time, the main theme was Radha-Krishna and their love making but now it changes to human. It is well connected with human life, society, love, respect, profession as well as politics. Jhumur also presents some secret affairs like illegal relationship, desire, lust and pleasure of human beings in society. In one word, Jhumur speaks about all kinds of secret and open matters of society. It is hard to find out any theme which has been exempted from Jhumur artists. Many Jhumur artists had been developed the field differently since 1950 from Purulia. Recently they are facing many problems socially and politically. It is very essential to decode the root cause of the problem to tackle the matter freely otherwise the popularity and existence of Jhumur song will be extinct.

Key Word: Definition of jhumur, classification of jhumur, time periods, social awareness.

সামগ্রীকভাবে লোকসংস্কৃতি ও তার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ লোকসাহিত্য, এসবই প্রসারে বহুধাবিভক্ত এবং জটিল। লোকগান এর একটি ক্ষুদ্রতর অংশ। কিন্তু এর প্রসারের সীমা পরিসীমা নেই। বৈচিত্র্য বা গুরুত্বের বিচারেও লোকগান অপরিসীম কৃতিত্বের দাবীদার। সমাজের সঙ্গে এর যোগটি যেমনি গভীর, তেমনি টানটান। তাই শেষ বিচারে লোকগানের মধ্যে লোকের যে ছায়া পড়ে, সামাজিক বিবর্তনটি যেভাবে ছাপ রেখে যায়, তা যে সামাজিক বৈচিত্র্য ইত্যাদিকেই চিত্রিত করে তাই নয়, সেই সঙ্গে দেশ-কালের ওঠা-পড়াটাকেও ধরে রাখে।

পূর্ব-মধ্য ভারতের এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের জনপ্রিয় এক লোকসংগীত হলো ঝুমুর। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, সন্নিহিত ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, কেঁওনঝড়, সুন্দরগড় হলো ঝুমুর

গানের প্রাণকেন্দ্র। ঝুমুর কি বা ঝুমুরের সংজ্ঞা নিয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে। ঝুমুর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শৃঙ্গার বহুল গান।[১] প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী শলাবত মাহাতোর মতে, 'ঝুমুর শব্দের উৎপত্তি ঝুরে মরি শব্দ থেকে' আবার সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'ঘুঙুর এর ঝুমুর ঝুমুর শব্দ থেকে ঝুমুর শব্দটি এসেছে।[২] বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঝুমুর গানের মধ্যে নেই এমন কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঝুমুর অনুষঙ্গে আসে নাচ। তাই ঝুমুর গান সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই ঝুমুর গানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একাধিক নৃত্যশৈলী। যার প্রাথমিক রূপ ঝুমুর নাচ। কালের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই আদি ঝুমুর নাচের বিভিন্ন নৃত্যশৈলী গুলি, বিভিন্ন আদিবাসী নাচের অপভ্রংশ (দাঁশায় নাচ, দাঁড় নাচ ইত্যাদি)।[৩]

মানব সভ্যতার স্রোতধারার মতো ঝুমুর গানের ইতিহাসের ধারাও সুদীর্ঘ কাল ধরে বয়ে চলেছে। লোকসংস্কৃতি বিশারদ ও ঝুমুর বিশেষজ্ঞরা ঝুমুর গানের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করেছেন। তাই ঝুমুর বিশেষজ্ঞরা ঝুমুর গানের যুগ বিভাজন করেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসের যুগ বিভাজনের মতো। ঝুমুর বিশেষজ্ঞ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ঝুমুর গানের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-- আদিযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ।[৪] আবার ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহন্ত ঝুমুর গানের কাল সীমাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন - আদিযুগ, মধ্যযুগ, কাব্যযুগ ও সবুজ যুগ।[৫] বিষয়বস্তুর বিচারে আমাদের প্রেম ও বিনোদনের ঝুমুর গানগুলি সাধারণ ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, ঝুমুর গানে রং, রং ঝুমুর, দরবারী ঝুমুর, ট্যাঁড় ঝুমুর এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এই ভাগ গুলির মধ্যে সাধারণ ঝুমুর, ভাদরিয়া ও রং ঝুমুর ব্যক্তিগত । আবার ঝুমুরের রং ও ট্যাঁড় ঝুমুর হলো সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।[৬]

ঝুমুরের আদি ও মধ্যযুগের গানগুলি প্রধানত রাধাকৃষ্ণের প্রেম গাথা, দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয় গুলিকে কেন্দ্র করে রচিত।[৭] ১৯৫০ এর দশক থেকে ঝুমুর গানের পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়।[৬] তাই এই সময় পর্বের ঝুমুর গানে আধ্যাত্মিক প্রেম ভাবনার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, দারিদ্রতা, জমিদারি শোষণ প্রভৃতি সাম্প্রতিক বিষয় গুলি ঝুমুর গানের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠে।[৮]এই নতুন ধারার একটি ঝুমুর গান নিম্নে তুলে ধরা হলো –

"আমরা গতর খাটাই ডুংরি পাহাড়ে
বলি, ওহ রে তাও আমার ভাত নাই আজ ঘরে.....
আমাদের জমি জমা বিকাঁই গেল মহাজনের ঘরে
বলি, ওহ রে তাও আমার ভাত নাই আজ ঘরে....."

ঝুমুর শিল্পী ভোলানাথ মাহাতোর গাওয়া এই ঝুমুর গানটিতে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক জীবনের চরম দারিদ্র্য ও জমিদার, মহাজনী শোষণের এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। পুরুলিয়া তথা অধুনা মানভূম জেলার লোকেদের প্রধান জীবীকা কৃষি কাজ। কিন্তু এই অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় বৃষ্টির জলের উপর, বৃষ্টির অভাবে প্রায় সময়ই খরা দেখা দেয়। আর এই রকম পরিস্থিতিতে জীবন জীবীকা নির্বাহের তাগিদে বাধ্য হয়ে কৃষকরা জমিদার ও মহাজনের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। তাদের ঋণের জালে একবার কোনক্রমে জড়িয়ে পড়লে, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে দিন মজুরে পরিনত হতো। তাই বাধ্য হয়ে তারা ঠিকাদারের অধীনে পাথর খাদানে কাজ করতে বাধ্য হতো। এখানেও আবার তারা ঠিকাদারের কাছে নানা ভাবে শোষিত হতো। বর্তমান সময়েও এই অঞ্চলের অনেক মানুষ এই কাজের মাধ্যমে জীবন জীবিকা চালায়। মানভূম অঞ্চলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্রজাসত্ব আইন দ্বারা জমিদার

প্রথার অবসান ঘটে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য ঝুমুর গানটি ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে কোনো দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত হয়। এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির জন্যই ঔপনিবেশিক আমলে এই অঞ্চলের অনেক লোক ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিষয়টির সত্যতা মেলে ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাতোর একটি ঝুমুর গান থেকে---

"চল মিনি আসাম যাব
দেশে বড় দুখ রে, আসাম দেশে রে মিনি
চা বাগান হরিয়াল.....।"[৯]

গানটিতে এই অঞ্চলের মানুষের আসামের চা বাগানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে ব্রিটিশ সরকার ও ঠিকাদারেরা আসামের চা বাগান গুলিতে শ্রমিকের যোগান দেওয়ার জন্য এই অঞ্চলের লোকেদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে সেখানে গিয়ে তারা নানা ভাবে শোষিত হত, এই বিষয়টিও গানটিতে ধরা পড়েছে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি শাল, পলাশ ও মহুয়ার জঙ্গলে ভরা ও রুক্ষ প্রকৃতির। তাই এই অঞ্চলের লোকেরা প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি কাজের পাশাপাশি বনজ সম্পদ আহরণের মধ্যে দিয়েও জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এখানকার মানুষের এই প্রকৃতি নির্ভরতার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় জঙ্গল থেকে কাষ্ঠ আহরণ ও বিক্রি করার প্রবণতার মধ্যে দিয়ে। বর্তমান সময়েও অনেক লোক বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এবং সেই কাঠ জ্বালানি ও আসবাবপত্র তৈরির জন্য হাটে বিক্রি করে জীবন জীবিকা চালায়। এই সাধারণ বিষয় গুলি আমরা এড়িয়ে গেলেও ঝুমুর কবি ও শিল্পীদের সুরে তা বাঁধা পড়ে। এরকম একটি গান নিম্নে তুলে ধরা হলো –

" ঝাড়গাঁর হাটে যাতে, আর বেহাইনে ধইরেছে হাতে
ওহ বেহাইন ছাড়ো হাত ঝুড়ি ঝাঁটি বিকেই সাঁঝের ভাত....
বিনে ধারে কাম নাই, কেমনে বাঁচব ভাই
ভখের জ্বালাই কাটি বনের কাঠ
ওহ বেহাইন ছাড়ো হাত ঝুড়ি ঝাঁটি বিকেই সাঁঝের ভাত...."

ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাতোর গাওয়া এই গানটি বেহাই বেহাইনের একান্ত রঙ্গরসের গান। কিন্তু শিল্পী এখানে এই অঞ্চলের লোকের নিদারুণ দারিদ্র্যের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন তাঁর সুরের মধ্যে। তাই বেহাইনকে পাশে পেয়েও, তাকে বাজারে যেতে হচ্ছে ঝুড়ি, ঝাঁটা বিক্রি করার জন্য। কেননা এইগুলি বিক্রি করেই তাকে রাতের খাবার জোগাড় করতে হবে। অর্থাভাব এতটাই যে,একান্ত কাছের আত্মীয় বেহাইনকে কাছে পেয়েও তাঁর এক দন্ড রঙ্গ রসিকতা করার সময় নেই।

ঝুমুর শিল্পী বা কবিরা এই অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখের বিষয় গুলিকে ঝুমুর গানের বিষয় বস্তু করে তোলার পাশাপাশি সমাজে সকলের অজান্তেই ঘটে যাওয়া মানুষের গোপন প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যৌনতার বিষয় গুলি কেও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। এরকম কয়েকটি ঝুমুর গান তুলে ধরা হলো-

১. "ননদ নাই তর শাউড়ী লো আছে

ও যে, একটি ভাতার বালির বাঁধ লো
ভয় করিস কারে?
ও লো ভাবিস না লো তার তরে
আমরা আছি তর কপালে।''

২. "ডালিমের গাছটি ভারি, টেঁড়া দিয়ে ডালিম পাড়ি
ওই ডালিম রাখ মাঝ্যাঘরে
খিদা পালে খাব অন্ধকারে।''

প্রথম গানটিতে একদল পুরুষ বিবাহিত বধূটিকে প্রেম বা কামে আহ্বান জানিয়েছে। বধূটি শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ি ও স্বামীর সঙ্গে বাস করে। যেহেতু তাঁর বাড়িতে ননদ নাই, শাশুড়ি আছে তাই কোনো অসুবিধা হবে না তাদের সঙ্গে যৌনকার্যে লিপ্ত হতে। সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নাই। তাছাড়া স্বামী তার কাছে বালির বাঁধের মতো, তাই তাকেও ফাঁকি দেওয়া যাবে। গানটিতে স্পষ্টভাবে বধূটির প্রতি অবৈধ প্রেম তথা যৌনতার বিষয়টি ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় গানটিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় যে, আমরা অনেক সময় নারীদের বিশেষ অঙ্গের রূপক রূপে ডালিম ফলের উপমাটি ব্যবহার করে থাকি। তাই এখানে পুরুষটি বলছে ডালিম গাছটি টেঁড়া অর্থাৎ ডালিম পাড়া কষ্টকর। কারণ শ্বশুর বাড়ি বা বাপের বাড়িতে কড়া পাহারার মধ্যে থাকে মেয়েটি। ফলে অনেক কসরত করে তাকে ডালিম পাড়তে হয়। অর্থাৎ অত্যন্ত সতর্কতার মাধ্যমে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হয় ও প্রেম করতে হয়। তাই প্রেমিক ডালিম গাছটিকে সুবিধা মতো স্থানে রাখতে বলেছে তার প্রেমিকাকে। যাতে প্রেমিক সহজেই ডালিমের রস আস্বাদন করতে পারে। ঝুমুর শিল্পী এখানে অন্ধকারে ডালিম খাওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত সুকৌশল ব্যবহার করে দেহ মিলনের বিষয়টিকে বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা আমাদের সমাজে দেহ মিলন সাধারণত রাতের অন্ধকারেই হয়ে থাকে।

বর্তমান দিনে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি নিত্য সমস্যা হল দাম্পত্য কলহ। এই কলহের মূলে রয়েছে সামাজিক ব্যাধি পণ প্রথা। বিষয়টি আজকের দিনে খুবই চর্চিত, তাই প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যায় বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা, কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো নারকীয় ঘটনা। বর্তমান সভ্য সমাজের কাছে এই নিত্য সমস্যা গুলি তুচ্ছ ও অতি সাধারণ বিষয় বলে মনে হলেও, ঝুমুর কবিদের নিকট তা গানের উপজীব্য হয়ে ওঠে। তাই ঝুমুর কবিরা এই সামাজিক সমস্যা গুলিকে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পণ প্রথা নিয়ে লেখা দুটি সাম্প্রতিক ঝুমুর গান হলো-

১. "শুন শুন সভাজনঅ, এই নারী জীবের বিবরণঅ
এই নারী করে জীবেরঅ পালন হে
শুন শুন সভাজনঅ.....
এই নারীর দুধের শর্ত ধার, কার সাধ্য আছে শোধিবার
এই গয়া গঙ্গায় না হবে পূরণ হে
নারীকে না দিয় জ্বালাতন হে.....।''

২. "সমাজে ধইরেছে আগুন, আর সেই আগুন জ্বলে দ্বিগুণ

গোটা দেশটা জর্জরিত আজ হইল পণ প্রথায়
ও কিই বইলবরে ভাই, দুর্নীতি আর ব্যাভিচারে সমাজ গেল রে বঁহাই...
কত জীবন পণের তরে, আর অকালেতে গেছে ঝইরে
যুবতীর রক্ত যুবক দেইখতে চাই
ও কিই বইলবরে ভাই দুর্নীতি আর ব্যাভিচারে সমাজ গেল রে বঁহাই...।"

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা রয়েছে অপরিসীম, তথাপি এই সমাজে নারী জাতির প্রতি দিনের পর দিন শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই ঝুমুর কবিরা তাদের গানের মাধ্যমে সমাজের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন যে, মানব শিশুকে জন্ম থেকে শুরু করে নিজের রক্ত পান করিয়ে লালন পালন করে বড়ো করে তুলে নারী। তাই কোনোদিন মাতৃঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা যেন নারীদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র না ভেবে, তাদেরকে সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে মর্যাদা দেওয়া হয়, তা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম গানটিতে। দ্বিতীয় গানটিতে ঝুমুর কবি সরাসরি পণ প্রথার নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরেছেন। বিষয়টি শুনতে খারাপ হলেও, এটা স্বীকার্য যে পণের জন্য আজ আমাদের সমাজের বাড়িতে বাড়িতে বধূ নির্যাতন ও কন্যা ভ্রূণ হত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে টালমাটাল অবস্থা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়টিও ঝুমুর শিল্পীরা তাদের সুরের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে লেখা একটি ঝুমুর গান হলো----

"গাঁয়ের স্কুলে ,ও বাবুর মাই
পড়ুয়া ছ্যেলারা সব থাল বাজাছে
আর সেই দেইখে,দিদি মনিরা মুচুক মুচুক হাঁসিছে
ওহ বাবুর মাই,পড়ুহা ছ্যেলারা সব থাল বাজাছে....।"

ঝুমুর কবি এই গানটিতে দেশের প্রান্তিক ও দুর্গম অঞ্চলের শিক্ষা পরিকাঠামোর রুগ্ন চেহারাটা রসিকতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আমাদের জেলা তথা দেশের অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। স্কুলে শিক্ষা অর্জন করতে এসে শিক্ষার্থীরা যেন অনাহারে না পড়ে, তার জন্য সরকার মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু শিক্ষক সমস্যার সমাধান করেন নি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর এই বেহাল দশা লক্ষ্য করেই হয়তো কবি রসিকতা করে গানটি বেঁধেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ের ঝুমুর গান গুলিতে রাজ্য-রাজনীতি, সমাজ সচেতনতা, বিভিন্ন ধরনের সরকারি প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় গুলি চিত্রিত হয়ে ওঠে। এই বিষয়ক কয়েকটি ঝুমুর গান তুলে ধরা হলো-

১. "আমাদের দিদি আইল রে, বাংলা বদল হইল
দিদি আইসে সনার বাংলার অভাব ঘুঁচাই দিল
সনার বাংলা আবার স্বাধীণ হইল...।
পাহাড় জঙ্গল সমতলে, আর উন্নয়নের জোয়ার তুলে সবাই জানে রে
বিরোধীরা রে, দাদা এবার হাওয়া লিল
দিদি আইসে আবার বাংলা স্বাধীণ হইল...।"

২. "কত পার্টি আইল গেল, আর উন্নয়ন কি করিল
দেখ্যছ সবাই নিজের চোখে, কইরে যাঝ ভূল

ও দাদা হে, এবার বাংলায় ফুটিবে পদ্মফুল.....।"

৩. " যদি আদ্রা - ঝাড়গ্রাম রেল চলে..।
দু টাকা চাল তিন টাকা গম ঠিকেই আছে দিন চলে
বেশি কিছু ভাগ্য কি ভাই, রোজগারের পথ না হলে।
মঙ্গল হবেক জঙ্গল মহলে
যদি আদ্রা - ঝাড়গ্রাম রেল চলে..।
যোগাযোগের বাসেই ভরসা, বনধ হলে ভাই নাই চলে
বাসের ভাড়া লাগাম ছাড়া, আদায় করে কান মইলে
মঙ্গল হবেক জঙ্গল মহলে
যদি আদ্রা - ঝাড়গ্রাম রেল চলে..।"

প্রথম গানটিতে পশ্চিমবঙ্গের চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালে যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত তার কথা প্রকাশিত হয়েছে । রাজ্যের চারিদিকে এই নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজেরও প্রশংসা করেছেন কবি । অভাব বলতে কবি জঙ্গলমহলে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) দুই টাকা কেজি চাল দান করার মাধ্যমে মানুষের কিছুটা দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে, এটাকে বোঝাতেই হয়তো কবি বৃহত্তর অর্থে বাংলার অভাব ঘুচানোর প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন সুরে । এছাড়াও এই সরকার কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিল্পীভাতা প্রভৃতি প্রকল্পগুলি সত্যিই উন্নয়নমূলক কর্মসূচি । এই কারণেই হয়তো কবি তার সরকারের প্রশংসা করেছেন অথবা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থে গানটি জুড়েছেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয় গানটিতে শিল্পী টি. এম. সি পার্টির সরকারকে পরোক্ষভাবে সমালোচনা এবং বি .জে. পি পার্টির নেতৃত্বে এ রাজ্যে নতুন সরকার গঠন করতে জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় গানটিতে শিল্পীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় গানটিতে এই অঞ্চলের মানুষের সরকারের কাছে মূলত আদ্রা-ঝাড়গ্রাম রেলপথ স্থাপনের বিষয়টি কবি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন । এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ না থাকার ফলে তাদের নিত্য যাতায়াতের ভোগান্তির পাশাপাশি স্থায়ী কাজের অভাবের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে গানটিতে তাই কবি রসিকতা করে বলেছেন দুই টাকা কেজি চাল গম দিয়ে দারিদ্র্যতা নিবারণ করা যায় না। তার জন্য স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে তবেই উন্নয়ন হবে জঙ্গল মহলে।

ঝুমুর কবিরা আবার অনেক সময় সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর না করে নিজেদেরকেই সমাজে উন্নয়নের হাল ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সকলেই যদি পরস্পরের প্রতি হিংসা না করে একে অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকি তবেই এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে । গ্রামের উন্নতি ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিভাবে এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে তার উপায়ও মানভূমের ঝুমুর গানে প্রতিফলিত হয়েছে । এরকম একটি সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক গান হল---

" দুঃখের ভাগি হয়ে দায়িত্বভার নিলে , তারে সহভাগী বলে হে
ও সবাই কাজে লাগাও মতি, গ্রামের হবে উন্নতি
গাঁয়ের উন্নয়নে এসো সবাই হাত মিলাই

এ সোনারই পুরুষ এসো সবাই
এইবার মনের মতো করে গ্রাম সাজাই .....।''

ঝুমুরশিল্পী শলাবত মাহাতোর কণ্ঠে গাওয়া এই গানটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে গ্রামের বা সমাজের উন্নয়নের জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে তবেই প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠবে একদিকে স্বনির্ভর, তেমনি অপরদিকে হবে নির্মল পরিবেশবান্ধব ।

পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের লোকশিল্পীরা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলোকে লোকগানের প্রধান উপজীব্য বিষয় করে থাকে। আর এই ঘটনা গুলিকে অনেক সময় লোকশিল্পীরা তাদের সুরের(গানের) মাধ্যমে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন। ঝুমুর গান যেহেতু মানভূম অঞ্চলের জনপ্রিয় ও প্রধান একটি লোকগান তাই এটি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্যতিক্রম হয়ে উঠতে পারেনি।

তথ্যসূত্র :

১. মাহাত, কিরীটি ও শ্রমিক সেন, নির্বাচিত ঝুমুর সংগ্রহ, ক্রিয়েটিভ এসোসিয়েট , কলকাতা , ১৪১১, পৃ-৪৫
২. রায়, সুভাষ, পুরুলিয়ার ঝুমুর, রাঢ় প্রকাশন, বীরভূম, ২০১৯, পৃ-১১১
৩. সরকার, অভিজিৎ, অন্য ভাবনা পুরুলিয়া ও লোক, আশাবরী প্রকাশন, পুরুলিয়া, ২০১২,পৃ-৩০
৪. রায়, সুভাষ, পুরুলিয়ার ঝুমুর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৮, পৃ-২১-৩৮
৫. মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, কলকাতা,প্রথম বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ ২০০০,পৃ-৫১
৬. রায়, সুভাষ, পুরুলিয়ার ঝুমুর, রাঢ় প্রকাশন, বীরভূম , ২০১৯, পৃ -১১২
৭. দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদক), অহল্যাভূমি পুরুলিয়া , দীপ প্রকাশন , কলকাতা, ২০০৪,পৃ-১২৩
৮. সরকার, অভিজিৎ, অন্য ভাবনা পুরুলিয়া ও লোক, আশাবরী প্রকাশন, পুরুলিয়া,২০১২,পৃ-৩১
৯. সহিস, কঙ্কনু (সম্পাদক), লোকসংস্কৃতির অলিন্দে, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০২০, পৃ-১৪৩

ব্যক্তিঋণ :

১. কিরিটী মাহাতো, ঝুমুর শিল্পী ও লেখক, বয়স-৫৭, গ্রাম – কালুহার ,থানা- পাড়া, পুরুলিয়া ।
২. সুরেশচন্দ্র মাহাত (ঝুমুর ডিপ্লোমা কোর্স, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়), বয়স – ৩০, গ্রাম - কারাবেড়া ।
৩. নরেশচন্দ্র মাহাত (ঝুমুরপ্রেমী), বয়স - ৯৫ বছর, গ্রাম – খড়িদুয়ারা, থানা – বোর, জেলা – পুরুলিয়া।
৪. সুভাষ চন্দ্র মাহাত(ঝুমুর প্রেমী), বয়স-৬২ বছর, গ্রাম - খড়িদুয়ারা থানা - বোর জেলা – পুরুলিয়া।
৫ . অনিমেষ দাস, স্কুল শিক্ষক, ঝুমুর কবি ও শিল্পী , ব্যস-৩৮, পুরুলিয়া শহর ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সেনগুপ্ত, শক্তি ও সেন শ্রমিক , লোকায়ত মানভুম (সম্পাদনা), বর্ণালি, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২. মিত্র, সনৎকুমার , লোকসংস্কৃতি গবেষণা (সম্পাদনা), কলকাতা ,২০০৭
৩. দরিপা, ড. সুধম্বা, ঝুমুরের ইতিবৃত্ত, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১২

৪. দে, নাড়ুগোপাল ও কিরীটী মাহাত ও আন্যান্য (সম্পা.) , ঝুমুর: লোকজীবনের সন্ধানে, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া ,প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৪

৫.রায় , দয়াময় ও আন্যান্য (সম্পা.), ঝুমুর গান উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন , মানভূম লোক গান শিল্পী গোষ্ঠী পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ ২০২০